হেমেন্দ্রকুমার রায়

সটীক

দস্যু দীনবন্ধু সমগ্র

সম্পাদনা ও টীকা

প্রদোষ ভট্টাচার্য্য ও অভিরূপ মাশ্চরক

মন্ত্রাজ

সূচিপত্র

১	ভূমিকা	১৪
২	মায়ামৃগের মৃগয়া	৪০
৩	বজ্র আর ভূমিকম্প	৯৪
৪	নীলপত্রের রক্তলেখা	১৪২
৫	ব্যাধের ফাঁদ	১৯৯
৬	সূর্যকরের দ্বীপে	২৪২

হেমেন্দ্রকুমার-সৃষ্ট আরেক ত্রয়ী

"ও, হেমেন রায়? তার মানেই তো বিমল-কুমার-বাঘা আর জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু, আর কী?" যাঁদের একটু বেশি হেমেন্দ্রকুমার রায় পড়া আছে, তাঁরা হয়তো নাম করবেন হেমন্ত-রবীনের আর ভারত-ভাস্করের।

যাদের নামোল্লেখ করা হল, তারা সবাই, গতানুগতিক অর্থে, 'সামাজিক' মানুষ। বিশেষ করে বিমল-কুমারের জীবনযাত্রা যতই রীতিবর্জিত হোক—তারা বিবাহবিরোধী, একে অপরকে নিয়েই সন্তুষ্ট (অবশ্য হেমন্ত-রবীনও ঘটক দেখলে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে যায়! আর বিমল-কুমার এক ঘটকের সঙ্গে কী করেছিল না জানলে *কুবেরপুরীর রহস্য* দেখুন), এবং তাদের দ্বিতীয় অভিযানেই তাদের পৃথিবী ছাড়তে হয়—তাদের অন্তত কোনোভাবেই 'সমাজবিরোধী' বলা যায় না। জয়ন্ত, হেমন্ত আর ভারতরা তো আক্ষরিক অর্থেই সমাজে আইনের শাসন বজায় রাখতে সব সময় বদ্ধপরিকর—তারা অপরাধীদের ধরে, যাতে পুলিশ কর্মচারী সুন্দরবাবু বা সতীশবাবু বা অন্য কোনো আইনরক্ষক এইসব আইনভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন।

কিন্তু এবার যদি আপনাদের সামনে আনি এমন এক ত্রয়ীকে, যার কেন্দ্রে আছে একজন যে, আইন যাদের শাস্তি দিতে অক্ষম, তাদের দণ্ড দেবার প্রয়োজনে আইন ভাঙতে কোনো দ্বিধা করে না, আরেকজন তার 'সামাজিক'—এবং প্রাণাধিক—বন্ধু, আর তৃতীয়জন ব্রিটিশ আইনের প্রতিনিধি, যার কর্তব্য প্রথমজনকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে কারারুদ্ধ করা? বেশ জটিল নৈতিক পরিস্থিতি না, যা আগে দেখেননি?

এই ত্রয়ী হল বরুণ-অরুণ-প্রশান্ত। বরুণকুমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতায়, এবং কলকাতার বাইরেও, দরিদ্রের শোষক দুষ্ট ধনীদের ভাণ্ডার লুঠ করে বিলিয়ে দেয় গরিবদের মধ্যে। এই নব্য রবিন হুডের পোশাকি নাম 'দস্যু দীনবন্ধু', তার বিপক্ষে যারা, তাদের কাছে স্বদেশি 'দিনু ডাকাত'। অরুণ চৌধুরী বরুণের অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু, সমাজে প্রতিষ্ঠিত লেখক, কবি ও সাংবাদিক, যে তার বন্ধুর জীবনযাত্রা এবং তার নৈতিক সংশ্লেষ সম্বন্ধে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরূপ। কিন্তু বরুণ অরুণের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না। অতএব তাদের দুজনের ওপরেই শ্যেনদৃষ্টি দিতে বাধ্য পুলিশের কর্মচারী প্রশান্ত—প্রথম উপন্যাসে মজুমদার, তারপর চৌধুরী—যে, সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস, *বজ্র আর ভূমিকম্প*-তে নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যবহার করে অরুণের গৃহকে মৌচাক আর বরুণ-

দিনু ডাকাতকে মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করে। এই তিনজনের মধ্যে একমাত্র প্রশান্তই স্ত্রী নবতারা আর পুত্রকন্যা নিয়ে পুরোপুরি গতানুগতিক সমাজজীবন যাপন করে, যদিও পঞ্চম উপন্যাসে এই 'সামাজিক' জীবন অতীত, জীবননাট্যের মঞ্চে উপস্থিত শুধু বরুণ-অরুণ-প্রশান্ত এবং তাদের ভয়ংকর প্রতিপক্ষ শংকরলাল।

সুন্দরবাবু কৌতুক উদ্রেক করেন, কিন্তু ভূপতিবাবুর মতো কোনো নির্ভেজাল ভাঁড় নন। তাঁর বীরত্ব *জয়ন্তের কীর্তি*-তে আমরা দেখেছি, আর জয়ন্ত-মানিকের প্রতি তাঁর অপত্যস্নেহ খাঁটি এবং মর্মস্পর্শী (*মানুষ পিশাচ*)। প্রশান্ত তুলনায় আরও জটিল চরিত্র। সে সুন্দরবাবুর চেয়ে বেশি বই কম বুদ্ধি ধরে না, সে নিজের আইনি কর্তব্যে অটল, এবং যখন বরুণ কর্তৃক সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায়, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নৈতিক টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে তা এর আগে হেমেন্দ্রকুমার-সৃষ্ট কোনো চারিত্রিক জগতে দেখেছে বলে বর্তমান সম্পাদকদ্বয়ের মনে পড়ছে না।

খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, বিমল-কুমার আর জয়ন্ত-মানিকের বহুসংখ্যক, বিমল-কুমারের ক্ষেত্রে বহুজাগতিক, এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত কম জটিল জগতের বিপুল—এবং যথার্থ—জনপ্রিয়তার নিরিখে অল্প-পঠিত থেকে গেছে বরুণ-অরুণ-প্রশান্তর, মাত্র পাঁচটি উপন্যাসে, এবং মাত্র দুটি দেশে (ভারতবর্ষ, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলা, এবং শেষ উপন্যাসে বোর্নিয়ো) ছড়ানো অভিযানগুচ্ছ, তৃতীয় উপন্যাস, *নীলপত্রের রক্তলেখা*-য় যার নাম স্রষ্টা দিয়েছেন 'দিনু ডাকাতের কীর্তি', কিন্তু যাকে নতুনরূপে সংকলিত করে আমরা ডাকব *দস্যু দীনবন্ধু সমগ্র* নামে।

পড়ুন আর হেমেন্দ্রকুমারের এক নতুন জগৎকে জানুন।

কলকাতা — প্রদোষ ভট্টাচার্য্য

নভেম্বর, ২০২৩ — অভিরূপ মাশ্চরক

শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

চিত্র: ফণী গুপ্ত ও ধীরেন বল

মায়ামৃগের মৃগয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ
রাতের অতিথি

ঢং ঢং ঢং!

রাত তিনটে! কলমদানিতে কলম রেখে অরুণ চেয়ার-টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; বিখ্যাত লেখক অরুণকুমার চৌধুরি।

আজ একটা জরুরি রচনা শেষ করার কথা। কিন্তু লেখা শেষ হল না। যত রাত বাড়ে, লেখাও যেন তত পুরুভুজের মতন বহু বাহুবিস্তার করতে থাকে। রাত তিনটের পর রচনাকে আর এমন অতিবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া চলল না। ক্ষান্ত হতে বাধ্য হল অরুণ।

ঊর্ধ্বমুখে হাঁ করে অরুণ মস্ত বড়ো একটি জৃম্ভণ ত্যাগ করলে। তারপর গেঞ্জিটা খুলে রেখে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলে।

পায়ে পায়ে শয্যার দিকে এগিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে শব্দ হল—ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম!

রিভলভারের আওয়াজ! এত রাত্রে কলকাতার রাস্তায় রিভলভার ছোড়ে কে?

মুহূর্তে ভেঙে গেল অরুণের তন্দ্রাজড়তা। সে এক দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল কেবল নিরেট অন্ধকার। এ আর সেই আগেকার আলোকময়ী নগরী নয়—এ হচ্ছে ব্ল্যাক-আউটের অপরিচিত কলকাতা, রাত সাড়ে নয়টা বাজলেই তিমির-ঘোমটায় মুখ ঢেকে এখন ঘুমিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়।

অন্ধকারকে যেন সশব্দে পদাঘাত করতে করতে দ্রুতবেগে কে ছুটে এল। তারপর পায়ের শব্দ থেমে গেল ঠিক অরুণের বাড়ির সামনে এসেই।

হঠাৎ কোথায় বেজে উঠল একটা তীব্র বাঁশি! সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে জাগল কত লোকের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এবং দ্রুত পদশব্দ!

তারপরেই তার ঘরের দরজায় করাঘাত—একবার, দুইবার, তিনবার!

অরুণ চমকে উঠে বললে, 'কে?'

চাপা গলায় শোনা গেল, 'চুপ! আমি বরুণ। আলো জ্বেলো না। শিগগির দরজা খোলো!'

বজ্র আর ভূমিকম্প

প্রথম
নীল চিঠির পুনরাবির্ভাব

প্রশান্ত চৌধুরির দুশ্চিন্তার সীমা নেই। মাস ছয়েক গোলমাল ছিল না। বারে বারে পদে পদে তাকে অপদস্থ করে দিনু ডাকাত হঠাৎ কোথায় ডুব মেরেছিল। কলকাতায় এবং ভারতবর্ষের দিকে দিকে পুলিশের দল যথেষ্ট সচেতন হয়েও দিনুকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারেনি। শেষটা সকলে এই ভেবে আপন আপন মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলে যে, দিনু হয় পীড়ায় বা অপঘাতে মারা পড়েছে, নয়তো ভারতীয় আইনকে কলা দেখাবার জন্যে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নিরাপদে করছে অজ্ঞাতবাস।

দিনুর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে না পেরে প্রশান্ত যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল যথেষ্ট, সে কথা বলা বাহুল্য। খবরের কাগজের ব্যঙ্গবিদ্রুপ, উপরওয়ালাদের ধমক নিদারুণ আত্মগ্লানি—এইসবই কেবল তাকে নীরবে হজম করতে হল। গোয়েন্দাগিরিতে দেশজোড়া নাম কিনেও এবং বারংবার দিনুকে হাতের কাছে পেয়েও কোনোদিন সে তার ছায়া স্পর্শ করতেও পারেনি। দিনু ছিল যেন পুতলো-বাজির খেলোয়াড় আর সে ছিল তার হাতের পুতুল—লুকিয়ে দড়ি টেনে সে তাকে স্বেচ্ছামতো উঠিয়েছে বসিয়েছে ছুটিয়েছে ঘুরিয়েছে ফিরিয়েছে নাচিয়েছে! এ অপমানের জ্বালা কি ভোলবার?

প্রতিশোধ নেওয়া হল বটে, কিন্তু একটা কথা ভেবে প্রশান্ত একাধিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। দিনু দেশছাড়া হলে তার ঘাড় থেকে যেন একটা ভূত নামে। আর সে যদি মারা পড়ে থাকে, তাহলে তার ফাঁড়া তো কেটেই গিয়েছে! দিনুকে সে খালি ঘৃণা করে না, রীতিমতো ভয়ও করে।

কিন্তু হঠাৎ এল আবার কাল রাত্রি, আকাশে হল বিপজ্জনক মেঘের উদয়, জাগ্রত হল বজ্রের হুংকার।

পরে পরে ঘটল তিনটে ঘটনা।

প্রথম ঘটনা ঘটে দেওঘরে। কোটিপতি মানিকলাল ঝুনঝুনওয়ালা গিয়েছিলেন সেখানে বায়ুপরিবর্তনে। একরাত্রে বৃহৎ একদল ডাকাত এসে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়।

শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বইটির প্রচ্ছদ। (অর্থাৎ, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ার সময় লেখা পাঁচটি উপন্যাসের তৃতীয়টি অবশেষে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে।)

চিত্র: ধীরেন বল

নীলপত্রের রক্তলেখা

প্রথম
নীলপত্রের প্রথম আবির্ভাব

যবনিকা ওঠবার আগে 'প্রোগ্রামে' নাটকের পাত্রপাত্রীদের চিনিয়ে দেবার নিয়ম আছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বোধ করি, ও নিয়ম না মানলেও অনিয়ম হবে না।

কারণ, এবারে আমরা বলতে বসেছি দিনু ডাকাতের তৃতীয় কীর্তির কথা। যাঁরা 'মায়ামৃগের মৃগয়া'য় এবং 'বজ্র আর ভূমিকম্প'-এ দিনু ডাকাত ওরফে বরুণ, তার বন্ধু অরুণ, তাদের বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীধর এবং দিনু বা বরুণের কাছে বারবার পরাজিত গোয়েন্দা প্রশান্ত চৌধুরি প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে ও লোকগুলির আর নূতন পরিচয়ের দরকার কী?

'দিনু ডাকাতের কীর্তি' হচ্ছে চিনে-নাটকের অভিনয়ের মতো। সাধারণত চিনে-নাটকের আকার হয় প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে, একদিনে তার সমগ্র অভিনয় সম্ভবপর হয় না। তাই চিনে-নাটকের অভিনয় হয় ক্রমশ। প্রথম দিনে এক অংশের অভিনয়ের পর যবনিকা পড়ে। দ্বিতীয় দিনে দেখানো হয় আর-এক অংশ। তারপর দিনে দিনে তার অন্যান্য অংশের অভিনয় চলতে থাকে—পালা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত। এবং দর্শকদের কাছে প্রথম দিনের পর নাটকের প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীগণকে বারবার পরিচিত করবার আবশ্যক হয় না। কারণ, দর্শকরা সকলকেই চেনে।

আমরাও আশা করি, দিনু ডাকাতের এই কীর্তিকাহিনি জানবার জন্যে যাঁরা আজ উৎসুক হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় তার প্রথম ও দ্বিতীয় কীর্তির সঙ্গে অপরিচিত নন। অতএব চেনা বামুনের পইতের দরকার কী?

গোয়েন্দা প্রশান্তর সঙ্গে দিনু বা দীনবন্ধু ওরফে বরুণের শেষ দেখা—তমলুকে। সেখানে দীনবন্ধু কীভাবে প্রশান্তর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেছিল, 'বজ্র আর ভূমিকম্প'র পাঠকরা নিশ্চয়ই সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাননি? এ-ও বোধহয় সকলের মনে আছে যে, নীল কাগজে, লাল কালিতে চিঠি লিখে সে প্রশান্তকে জানিয়েছিল—এইবারে আমি আবার ঘটনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব?[২০]

তারপর থেকে প্রশান্ত প্রতিদিন দেখতে আরম্ভ করেছে সেই ভয়াবহ সম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন!

---

[২০] এই প্রথম লেখক জানাচ্ছেন যে দীনবন্ধুর নীলপত্রগুলি লেখা হত লাল কালিতে—সম্পাদক।

'কুছ ডর নেহি বাবুজি, উঠিয়ে!'

ব্যাধের ফাঁদ

প্রথম
বন্দি দীনবন্ধু

দৈনিক 'বিশ্ববন্ধু'র উক্তি :

'দিনু ডাকাত ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাকে গ্রেফতার করিয়া গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চৌধুরির নাম আজ কতখানি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ কাহারও কাছে অবিদিত নাই।

'যদিও গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে অজ্ঞাত কোনো আততায়ীর গুলিতে আহত না হইলে দিনু হয়তো আবার পুলিশকে ফাঁকি দিতে পারিত, তবু প্রশান্তবাবুর বিশেষ যোগ্যতার কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

'সকলেই জানেন, দিনু সাধারণ দস্যু নয়। যাহারা দীনের শত্রু, তাহাদের টাকা কাড়িয়া লইয়া সে দরাজ হাতে বিতরণ করিত গরিব-দুঃখীদের মধ্যে এবং সেইজন্য তাহার এই দুর্দিনে জনসাধারণের সহানুভূতি রীতিমতো জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এবং জনসাধারণের উপরে তাহার প্রভাব যে কতটা অসাধারণ, সম্প্রতি দিনুর বিচার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে।

'প্রতিদিন তাহাকে একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য বিচারালয়ের সম্মুখভাগে বিরাট এক জনতার সৃষ্টি হয়—পুলিশ লাঠি চালাইয়াও সে জনতাকে ঠেকাইতে পারে না। পুলিশের লাঠির কোনো তোয়াক্কা না রাখিয়া অনেকে চিৎকার করিয়া ওঠে : "জয়, দীনবন্ধুর জয়!" জনতার প্রত্যেক লোকের মুখের ভাব দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন দেবদর্শন করিতে আসিয়াছে। যেমন বাইরে, বিচারালয়ের ভিতরেও তেমনই লোকারণ্য। সময়ে সময়ে জনতার কোলাহলে বিচারকার্যেও বাধা উপস্থিত হয়। কোনো অপরাধীর এমন জনপ্রিয়তা কল্পনা করা যায় না।

'কিন্তু যে দিনু ডাকাতের দোর্দণ্ডপ্রতাপে একদিন অসাধু ও অত্যাচারী ধনীরা ছিল ভয়ে থরহরি কম্পমান, আজ তাহার দশা দেখিলে মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। আজ দিনুর কেশ বিশৃঙ্খল, দৃষ্টি ভীত ও নিস্তেজ, মুখ কাঁদো কাঁদো, বর্ণ মলিন এবং দেহ এমনি দুর্বল যে,

সূর্যকরের দ্বীপে

প্রথম
ঘটনাক্ষেত্র

এই নাটকীয় কাহিনির ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে বোর্নিয়ো দ্বীপ। বাঙালি পাঠকের কাছে বোর্নিয়ো দ্বীপ যথেষ্ট অপরিচিত, সুতরাং গল্প বলবার আগে ঘটনাক্ষেত্রের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

বোর্নিয়ো পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। এর উত্তরে আছে দক্ষিণ চিন সমুদ্র, পশ্চিমে ও দক্ষিণে আছে কারিমাতা প্রণালী ও জাভা সমুদ্র এবং পূর্বদিকে আছে ম্যাকাসার প্রণালী ও সিলেবিস সমুদ্র। দ্বীপটি আকারে ২,৯০,০০০ বর্গমাইল এবং এর জনসংখ্যা হচ্ছে ২৬,৬০,০০০।

বোর্নিয়ো দ্বীপটি চার ভাগে বিভক্ত : (১) ইংরেজ অধিকৃত উত্তর বোর্নিয়ো; (২) ব্রুনি-স্ট্রেট সেট্‌লমেন্টের অধীনস্থ একটি মুসলমান রাজ্য; (৩) সারাওয়াক—এখন ইংরেজদের অধীনস্থ রাজ্য, কিন্তু ঘটনার সময়ে তার সামন্ত বা করদ রাজা ছিলেন একজন ইংরেজ;[৩৬] এবং (৪) ওলন্দাজদের অধিকৃত বোর্নিয়ো। ওলন্দাজদের বোর্নিয়ো আবার দুই ভাগে বিভক্ত (১) পশ্চিম বোর্নিয়ো, এর জনসংখ্যা ৬,৮৫,৫৪৫; এবং (২) দক্ষিণ ও পূর্ব বোর্নিয়ো, জনসংখ্যা ১০,৯১,৩৪১।

বোর্নিয়োর বাসিন্দাদের ভিতরে প্রধান হচ্ছে ডায়াক জাতি, এবং তাদের ভিতরেও নানা বিভাগ আছে। চিন দেশের অনেক লোকও এখানে ব্যাবসা ও বাণিজ্যসূত্রে বসবাস করে। নদীর ধারে ধারে বাস করে মালয়জাতীয় লোকেরাও।

এই বিংশ শতাব্দীতেও বোর্নিয়ো দ্বীপকে রহস্যময় বলে বিবেচনা করা হয়। উপরে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য যে রাজত্বের কথা বলা হল, ওদের প্রত্যেকটি বোর্নিয়ো দ্বীপের এক-এক প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু দ্বীপের মধ্যভাগের কথা আজও ভালো করে জানা

---

[৩৬] এ ব্যাপারে উপন্যাসের শেষে **'উপন্যাসগুলির ঘটনাসমূহের কালক্রম এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তার সঙ্গে সমন্বয়ের সমস্যা'** শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

ওরাং-উটাং

https ://news.globallandscapesforum.org/13770/human-orangutan-conflict-in-borneo-where-when-why, ০৬ অক্টোবর ২০২৩।

কিন্তু, দীনবন্ধুর জগতে, কলকাতা এবং ভারতবর্ষের ঘটনাগুলি ঘটেছে ২০ ডিসেম্বর ১৯৪২-এ কলকাতায় জাপানের বোমাবর্ষণ শুরু হবার পর। আর প্রশান্তের কথা মতো, *বাঘের ফাঁদ*-এর শেষে বরুণের প্রতিপক্ষ শংকরলাল পুলিশের হাতে বন্দি হয়ে এবং তারপর দ্বীপান্তরের শাস্তি পেয়েই পালিয়ে যায়, এবং, প্রশান্ত বলছে, এ প্রায় চার বছর আগের ব্যাপার (২৬৪)। তাহলে *সূর্যকরের দ্বীপে*-র ঘটনাবলীর সময় দাঁড়াচ্ছে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতি ঘটে গেছে ১৯৪৫-এ, জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে-সঙ্গেই! লেখক এখানে তাঁর আখ্যানে বর্ণিত ঘটনার সময়ের সঙ্গে ইতিহাসের সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি!